PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

Rs. 2.00
মূল্যঃ ২ টাকা
MONTHLY
মাসিক

Vol : IX Issue : I, 15th, April, 2020 বৈশাখ, ১৪২৯, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

দুঃসময়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল। করোনা অতিমারীর আক্রমণে সমগ্র বিশ্ব থরহরি কম্পমান। পরম শক্তিধর দেশরা নতজানু। আমাদের অবস্থা শোচনীয়। নিম্নস্তরের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা, অপ্রতুল হাসপাতাল-ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী, মুনাফালোভী বেসরকারী হাসপাতাল এবং সর্বোপরি দিশাহীন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ভারতবাসীকে সংকটে ফেলেছে।

আমাদের অবস্থা তথৈবচ। হঠাৎ ডাকা লকডাউনে যাবতীয় কর্মকাণ্ড স্তব্ধ। মার্চ মাসের পর 'প্রবীণবার্তা'র অপ্রকাশের জন্য আমরা দুঃখিত। প্রাণপণ চেষ্টা করছি স্বাভাবিক হওয়ার। ফলস্বরূপ, এপ্রিল সংখ্যার বিলম্বিত প্রকাশ।

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বাড়িতে থাকুন, যথাসম্ভব বিধিনিষেধ মেনে চলুন।

অজানা রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

পেলব মুখার্জী

৩০শে জানুয়ারি, ২০২০ সাল। পৃথিবীর ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে এই দিনটি। মারন ভাইরাসে আক্রান্ত বিশ্বে প্রথম ব্যক্তি। সম্পূর্ণ অজানা রোগ। চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞরা জানলেও সারা দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেই আক্রান্ত হয়েছেন এ রোগে। এখন আর পূর্ব নির্ধারিত পথে এগুনো যাচ্ছে না। সারা পৃথিবী জুড়ে আতঙ্কে আছেন মানুষ। তারা রাস্তা খুঁজছেন। পৃথিবীব্যাপী প্রতিশেধকের খোঁজে মরিয়া প্রচেষ্টা চলছে। প্রায় ১৫০টি ওষুধ নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নামীদামী লোকেরা চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু সব ব্যর্থ করে করোনা এগিয়ে চলেছে তার অজানা পথে।

আমাদের নজরে আসে প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণ হবার 4 ঘন্টার মধ্যে দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণার মাধ্যমে। অপ্রস্তুত অবস্থায় অজানা রোগের প্রতিরোধে সামিল ১৩০ কোটি মানুষ। লড়াই-সংগ্রামে সামিল দুনিয়ার সমস্ত দেশের মানুষ তাদের নিজ নিজ সরকারের নির্দেশে। দৈনিক হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছেন অকাতরে। বিশেষজ্ঞরাও ঠিক কবে আক্রমণ বন্ধ হবে বলতে পারছেন না। তবে এটা ঠিক আক্রমণই শুধু হচ্ছে না দুনিয়াজুড়ে প্রতিরোধ হচ্ছে, এগিয়ে চলছে বিজয়ের পথে, মৃত্যুহারে জয় অর্জিত হচ্ছে। চিকিৎসা হচ্ছে। খোঁজা হচ্ছে নানা পথ। গোমূত্র, গোবর থেকে শুরু করে নানা মুনির নানা মত শোনা যাচ্ছে। আমাদের দেশের ম্যালেরিয়ার ওষুধ, হাইড্রোক্লোরোকুইন নিয়েও চলছে পরীক্ষা। রোগ উপশম না হলেও প্রতিরোধ সহায়ক বলে মনে করছেন অনেকে। ভয় পাবার বদলে বিজ্ঞান

এগিয়ে এসেছে। আগামী দিন বিজ্ঞানের জয় হবেই।

আপনারা কেমন আছেন সব। সাবধানে থাকবেন। ডাক্তার নির্দেশিত পথেই চলবেন। জয় আমাদের হবেই। নিশ্চিত। এছাড়া পথ নেই।

রবীন্দ্রনাথের — "ছোট আমি বড় আমি"

রামরমন ভট্টাচার্য.

[পুনর্মুদ্রিত ঃ মে, ২০১৪]

আমার মধ্যে দুজন আছে। একজনের নাম ছোট আমি, অন্যজনের নাম বড় আমি। ছোট আমি সব সময় নিজের কথা ভাবে। নিজের সুখ, নিজের ভোগ, নিজের স্বার্থ ছাড়া আর সব তার কাছে অর্থহীন। আর বড় আমি ঠিক তার বিপরীত। সে আমি পরের কল্যাণের জন্য। সমষ্টির মঙ্গলের জন্য নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে, সে ভাবে অন্যের জন্য মরতে পারলেই যথার্থভাবে বেঁচে যায়। ছোট আমি শামুক গুগলির মতো আত্মস্বার্থের শক্ত আবরণের মধ্যে বেঁধে রাখাটাকেই বেঁচে থাকার সার্থকতা বলে বিশ্বাস করে। বড় আমি খোলসটাকে ভেঙে ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসাটাকেই ভাবে বেঁচে থাকা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ "মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত।"

কিন্তু মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই বিষয়িকতার বাইরে। যেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু তাই অমরতা। .... স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে, যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।

এ এক অত্যাশ্চর্য সহাবস্থান। দুই আমি নিরন্তর সংগ্রাম করছে একই অবয়বে অবস্থান করে। রবীন্দ্রনাথ এই নিরন্তর যুদ্ধের নাম দিয়েছেন সাধনা। ছোট আমির যুদ্ধজয়কে বলেছেন মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা আর বড় আমির বিজয়কে বলেছেন মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের এই মুক্তি দেহত্যাগ করে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য স্বর্গ যাত্রা নয়। মুক্তি আসে এই জীবনে, এই জগতে — এখানে স্বার্থমগ্নতা থেকে জেগে উঠে বৃহৎ জগতে বেঁচে থাকার নাম মুক্তি। মনুষ্যত্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের অধিবাসী হবার অধিকার অর্জনের নাম মুক্তি। সংগ্রামকে পরিত্যাগ করে মুক্তির সন্ধান করে ছোট আমি। বড় আমি বলে ঃ

আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে
দুঃখ বিপদতুচ্ছ করা কঠিন কাজে।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা,
আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা—
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি আশে।

রবীন্দ্রনাথের বড় আমি অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে চায়। তাঁর বড় আমি প্রার্থনা করে ঃ

হে সংসার
আমাকে বারেক ফিরে চাও, পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন করো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মত।
জীবনের শেষ পাত্র উছলিয়া দাও মোরে।

কে এই বড় মানুষ! তার স্বরূপ কী! কোথায় তার বসত! বাউল বলে — সে আমার মনের মানুষ, এই মানুষেই আছে সেই মানুষ। উপনিষদ বলেন ঃ ভূর্ভুবঃ স্বঃ — এই অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি থেকে অন্তে যিনি আছেন তিনিই সৃষ্ট করেছেন চৈতন্যরূপ এই আমিকে। রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ আমাদের ভৌতিক দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ নয়।

পৃথিবীর মাটি জল বাতাস উত্তাপ পৃথিবীর ওজন আয়তন গতি সমস্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যে এই শরীর: কোথাও তার সঙ্গে এর একান্ত ছেদ নেই। বলা যেতে পারে পৃথিবী মানুষের পরম দেহ। বড় আমি আমার মধ্যে হয়ে বসে নেই। পরম স্রষ্টার সৃষ্টির মত তিনি প্রতি নিয়ত বিকশিত হচ্ছেন, হয়ে উঠছেন। হয়ে ওঠার নাম মুক্তি।

এক দেবো বিশ্বকর্ম মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

এই দেব বিশ্বকর্মা মহাত্মা — ইনি সদা জনসমূহের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। এই উপস্থিতি প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব নয় — এ এক পরম উপলব্ধি মাত্র। একবার এই উপলব্ধিতে যিনি স্থিত হতে পারেন তিনিই হয়ে ওঠেন বড় আমি এবং বলতে পারেন ঃ

জেনেছি যে মর্ত্য - কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটির না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

আমাদের বিদ্যাসাগর — [১ম পর্ব]

গৌতম রায়চৌধুরী

দ্বিশত জন্মবর্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নব নব রূপে আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায় "বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।" তিনি আরো বলেছেন, "বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন।" আবার রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রবন্ধ 'বিদ্যাসাগর চরিত'-য়ে জেনেছি --- "আমাদের এই অপমানিত দেশে বিদ্যাসাগরের মত এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না।" বিদ্যাসাগরকে নতুন করে জানলাম। তিনি পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, বঙ্গভাষার বিকাশে ভগীরথ, সমাজসংস্কারক এবং জাতীয় মর্যাদায় আপসহীন প্রতিনিধি। মাইকেল মধুসূদনের ভাষায়, "করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে। দীন যে, দীনের বন্ধু।" বিদ্যাসাগরের দুই রূপ সবার পরিচিত এক কঠোর, বিরাট বীর্যবান এবং সুদৃঢ়, অন্যদিকে বেদনার অশ্রুব্যাকুল মন্দাকিনী। কিন্তু আর এক বিদ্যাসাগর আছেন যিনি স্বল্পপরিচিত। তিনি হাস্যরসিক, মজলিসি, রসিক বিদ্যাসাগর। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন ঃ "ঈশ্বরচন্দ্র কেবল বিদ্যাসাগর বা করুণাসাগর নন, রসসাগরও বটেন, বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ wit তিনি।" সাধারণ লোকের সঙ্গে সহজেই মিশতেন, লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে সাধু ভাষা পারতপক্ষে ব্যবহার করতেন না, এমনকি বাংলা স্ল্যাং শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হতেন না। গরীব দোকানদারের সঙ্গে একাসনে বসতে দ্বিধা করতেন না। সেই সহজ সরল মজলিসি বিদ্যাসাগর, কাছের মানুষ বিদ্যাসাগর আমাদের আলোচ্য। শুধু বিরচিত সাহিত্যে নয়, জীবন যাপনের মধ্যেও যে রসিকতা প্রকাশ পেত যথাসাধ্য তা বিবৃত করতে চেষ্টা করব। এই বিষয়ে সাহায্য নিয়েছি বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ (সময়, বাংলাদেশ), বিদ্যাসাগর- চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রকৃতি, ২০১৯), করুণাসাগর বিদ্যাসাগর - ইন্দ্রমিত্র (আনন্দ, ২০১৯), রসসাগর বিদ্যাসাগর - শঙ্করীপ্রসাদ বসু (দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১) এবং প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র - ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (২০২০)।

বিদ্যাসাগরের জীবনে পিতা-মাতার ভূমিকা তো অবশ্যই ছিল। তবে তাঁর পিতামহ রামজয়ের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরের জন্মের সময় তাঁর পিতা ঠাকুরদাস দূরের হাটে গিয়েছিলেন, রামজয় ঠাকুরদাসকে পুত্রের জন্ম সংবাদ দিতে

গিয়া বলেছিলেন, "একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।" ঠাকুরদাস বাড়িতে আসিয়া গোয়াল ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন রামজয় তাকে সূতিকা ঘরে নিয়ে সদ্যোজাত পুত্রকে দেখায়। বিদ্যাসাগর আত্মচরিতে লিখেছেন, "আমি বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে, অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে তিনি বলিতেন, ইনি সেই এঁড়ে বাছুর; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন; তাঁহার পরিহাস বাক্যও বিফল হইবার নয়।" বিদ্যাসাগর আরও বলেছেন যে, "পিতামহদেব নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে, অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না।" সেই সময়ে বীরসিংহ গ্রামের কর্তাব্যক্তিরা (যাদের অন্যতম রামজয়ের শ্যালকরাও) ছিলেন নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর। নিজেদের লাভের জন্য তারা সব করতে পারতেন। বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "এজন্য তর্কভূষণ মহাশয় (রামজয়) সর্বদা, সর্বসময়ে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, এ গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সকলেই গরু। একদিন, তিনি এক স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এই স্থানে, লোকে মলত্যাগ করিত। প্রধান কল্পের এক ব্যক্তি বলিলেন, তর্কভূষণ মহাশয় ওস্থানটা দিয়া যাইবেন না, ঐ স্থানে বিষ্ঠা আছে। তিনি, কিয়ৎক্ষণ, স্থিরনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, এখানে বিষ্ঠা কোথায়, আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না; যে গ্রামে একটাও মানুষ নাই সে গ্রামে বিষ্ঠা কোথা হইতে আসিবেক।" রামজয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালির মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বন্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়েছিলেন।"

বিদ্যাসাগর সুদর্শন ছিলেন না। গায়ের রঙ ফর্সা ছিল না। তদুপরি তিনি বেঁটে এবং মাথা দেহের অনুপাতে একটু বড় ছিল। ছোটবেলায় বন্ধুরা তাঁকে 'যশুরে কই' বলে খ্যাঁপাত। বালক ঈশ্বরচন্দ্র বিরক্ত হতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর নিজের চেহারা নিয়ে রসিকতা করতেন। এই বিষয়ে বিহারীলাল সরকারের (বিদ্যাসাগর) লেখা দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

"একদিন তিনি হাসিতে হাসিতে এ গল্পটি করিয়াছিলেন ঃ 'আমি পটলডাঙ্গার পথ দিয়া যাইতেছিলাম। সেই সময় তাগা হাতে, দানা গলায়, তসর-পরা বোধহয় কোনো বড় মানুষের ঝি যাইতেছিল। আমার চটিজুতার ধূলা তাহার গায়ে লাগিয়াছিল। মাগী বলে — 'আ মর, উড়ের তেজ দেখ।'

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও মজার—

"এক রবিবার, সকালবেলা, বিদ্যাসাগর নিজের বাগানে ঘাস নিড়ুচ্ছেন। এমন সময়ে মেদিনীপুর থেকে চারজন ভদ্রলোক এলেন। বিদ্যাসাগরকে কখনো দেখেননি ওরা। ভাবলেন, বাগানের ঘাস নিড়ুচ্ছে যখন, এ নিশ্চয়ই মালী। ওরা জিজ্ঞেস করলেন, — ওহে বিদ্যাসাগর মশাই আছেন? আসল কথা ভাঙ্গলেন না বিদ্যাসাগর। যেন তিনি সত্যি সত্যিই এ বাড়ির মালী, এমনিভাবে বললেন — আপনারা একটু বসুন, তিনি একটু ব্যস্ত আছেন। কিছুক্ষণ পরে ওরা বললেন — ওহে তামাক খাওয়াতে পার?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। পারি।

চারটি হুঁকো সাজিয়ে ওদের তামাক দিলেন। কিছুক্ষণ কাটল। ওঁরা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন — ওহে, দ্যাখো না, বড দেরি হচ্ছে যে।

হাতের কাজ শেষ হয়েছে এতক্ষণে। বিদ্যাসাগর এঁদের কাছে বললেন — কি দরকার বলুন।

— তুমি খবরটা দাও না।

— আজ্ঞে আমিই বিদ্যাসাগর।"

সেই চারজনের তখনকার মুখের অবস্থা কল্পনা করে এখনও হাসি সংবরণ করা মুশকিল।

Vol : IX Issue : I, 15th, April, 2020, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2019-21

নিজের চেহারা বা স্বভাব নিয়ে বহুবার রসিকতা করেছেন। অপরের আচার-ব্যবহার নিয়ে রসিকতা করতেই আমরা অভ্যস্থ। কিন্তু নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা দুর্লভ চরিত্রের লক্ষণ। বিদ্যাসাগর নিজের হাতে পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে মিষ্টি পরিবেশন করে খাওয়াতেন। কেবল মিষ্টি নয়, "স্বহস্তে পান সাজিয়ে দিতেন। একদিন আমি (যেগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়) তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনি নিজে পান সাজেন কেন?' তিনি বললেন, 'আমি যে উড়ে রে। মেদিনীপুরের উড়ে। দেখিস নি, উড়েরা নিজের হাতে পান সেজে খায়।"

শুধু নিজেকে নিয়ে নয়, বিদ্যাসাগর বন্ধুদের চেহারা নিয়েও রসিকতা করতে ছাড়েননি। বন্ধুরাও সোৎসাহে অংশ নিতেন। উদাহরণ স্বরূপ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা লিখিত ঘটনার উল্লেখ করা যায়—

"একবার কোন কর্ম্মোপলক্ষে রাজকৃষ্ণবাবুর বাহিরের ঘরে অনেকে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। সে বৈঠকে জজ দ্বারকানাথ মিত্র ও রায়কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। পল্লীস্থ একজন লোক অনবরত জানলায় উঁকি মারিতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে ডাকাইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "বাপু, অত উঁকিঝুঁকি মারছিলে কেন?" সে ব্যক্তি সভয়ে উত্তর করিল, "জজ দ্বারিকা মিত্র এসেছেন শুনে, তাঁকে দেখবার জন্য উঁকি মারছিলাম।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "দেখবার জন্য উঁকি মারবার দরকার কি? এঁর নাম কৃষ্ণদাস পাল; এখানে এঁর চেয়ে যেটি সুন্দর, সেইটাই দ্বারিকা মিত্তির। বল দেখি কোনটী?" (ইঁহাদের কেইই সুপুরষ ছিলেন না। ঘরে যত লোক বসিয়াছিলেন, সকলের সমবেত অট্টহাস্যে লোকটী নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া পলায়ন করিল।)"

শুধু যে রসিকতা করেছেন, তা নয়। মাঝে মাঝেই বিদ্রুপের কষাঘাত চালিয়েছেন। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এই রকম একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। ('রসসাগর বিদ্যাসাগরে' উদ্ধৃত) — কার্মাটার রেল স্টেশনে এক বাঙ্গালী ডাক্তারবাবু নেমেছেন, হাতে ছোট একটি ব্যাগ। ব্যাগ ছোট, কিন্তু মানুষটি বড়, কেননা তিনি ডাক্তারবাবু। সুতরাং 'কুলি কুলি' বলে ঘন ঘন হাঁক। কুলি এসে গেল এবং বাবুর মাল তুলে নিয়ে স্টেশনের বাইরে পালকিতেও তুলে দিল। তারপর পয়সা না নিয়ে কুলি চলে যায় দেখে, উদার ডাক্তারবাবু তাকে মাল বওয়ার পয়সা নিতে বললেন।

কুলির ভিতর থেকে বিদ্যাসাগর বেরিয়ে এসে বললেন, 'পয়সা লাগবে না। আপনি ছোট ব্যাগটি নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন, তাই সাহায্য করলুম। আমার নাম, ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।'

ডাক্তারবাবুর সবিশেষ লজ্জা এবং প্রতিজ্ঞা — "আর আমি কখনো স্বহস্তে কাজ করতে সংকুচিত হব না।"

এই রকম অজস্র মণি-মুক্তা তাঁর জীবনে ছড়িয়ে আছে। বিদ্যাসাগরের কিছু উক্তি, "ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পাখানা তুলিয়া টক করিয়া লাথি মারিতে না পারি" বা ১৮৪৭ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগের সময় ভবিষ্যত জীবিকা সম্বন্ধে সেক্রেটারি রসময় দত্তের প্রশ্নের উত্তরে — "বিদ্যাসাগর আলুপটল বেচে খাবে, মুদির দোকান করে খাবে, কিন্ত যে চাকরিতে সম্মান নেই সে চাকরি করবে না।" — প্রভৃতি বাঙালি জীবনে প্রবচনে পরিণত হয়েছে। সর্বোপরি স্বনামে-বেনামে রচিত তাঁর সাহিত্য, যার ছত্রে ছত্রে বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা ও কৌতুকের ঝলকানি। [ক্রমশ]

স্মরণে

আমাদের সংস্থার সক্রিয় সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগি শ্রদ্ধেয় তুষার পঞ্চানন গত ৩রা এপ্রিল ২০২০ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি রাজ্যের স্কুল শিক্ষার উন্নয়নে অনেক অবদান রেখে গেছেন।

প্রতিবেদন

স্নেহাংশু চাকদার

২৩ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে Covid-19 এর কারণে পরপর Lock Down ঘোষণার পর থেকে গত মে ২০২০ অব্দি আমাদের সংস্থা যথারীতি বন্ধ রাখা হয়। গত ১ জুন থেকে অনিয়মিতভাবে অফিস চালু করা হয়েছে। সোম, বুধ, শুক্র ৩ দিন খোলা রাখা হচ্ছে। প্রতি বছরের মত এ বছরও ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে ২০২০-২০২১ সালের সদস্য নবীকরণ হওয়ার কথা। কিন্তু Covid-19 এর কারণে অনেকের পক্ষেই একাজ করা সম্ভব হয়নি।

সংস্থার সকল সদস্য/সদস্যাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে আপনারা আপনাদের সদস্যপদ নবীকরণ করুন এবং পরিচিতদের সদস্যপদ নবীকরণের বিষয়ে সাহায্য করুন।

আপনারা জানেন আপনাদের সাহায্য ও সহায়তা নিয়েই সংস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে নানাবিধ কারণে সংস্থার আর্থিক অবস্থাও ভাল যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সংস্থার কার্যক্রম বৃদ্ধি করে দুঃস্থ ও প্রবীণদের সাহায্যের লক্ষ্যে Covid-19 নামের একটি তহবিল গঠন করা হবে। আমাদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ করা যাচ্ছে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথাসম্ভব অনুদান প্রদান করার। ৮০জি ছাড়ের ব্যবস্থা আছে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সরাসরি আমাদের নিম্নলিখিত Bank. A/c এ দান করতে পারেন।

Central Bank of India/ P. A. Shah Rd Br/ SB A/c No- 1537325386.

Bank's IFCS Code CBINO281663.

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৬ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস স্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৭-৬টা)

কম খরচে

রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ বিপ্লব আচার্য-এম.এস. (অর্থোপেডিক) সোম ও শুক্র সন্ধে ৭টা-৯টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধ্যে ৭টা-৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার, ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যে ৮টা-৯টা

আবেদন ________________

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- Bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatrics.in